খ্রিষ্টীয় নববর্ষের শুভেচ্ছা

পিকেএসএফ পরিক্রমা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি: ◤ কার্তিক-পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলার কয়লা গ্রামের প্রীতিলতা ত্রিপুরা গোলমরিচ উৎপাদন করে পেলেন স্বীকৃতি। *বিস্তারিত: পৃষ্ঠা ০৭*

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

www.pksf.org.bd +৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩ +৮৮-০২২২২২১৮৩৪১ www.facebook.com/pksf.org.bd

পিকেএসএফ বাংলাদেশের জন্য একটি মডেল প্রতিষ্ঠান: অর্থ উপদেষ্টা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বাংলাদেশের একটি মডেল প্রতিষ্ঠান; সততা ও স্বচ্ছতার নিরিখে পিকেএসএফ-কে বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুসরণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ১৩ নভেম্বর ২০২৪ ঢাকার আগারগাঁওস্থ পিকেএসএফ ভবনে 'পিকেএসএফ দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ প্রায় নয় বছর পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "পিকেএসএফ একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান। সবচেয়ে কম খরচে কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও খ্যাতি রয়েছে এ প্রতিষ্ঠানের।"

বাংলাদেশ সরকারের চলমান সংস্কার প্রসঙ্গে মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা বলেন, "বর্তমান সরকার স্বল্পমেয়াদি সংস্কার কাজ করবে। আর দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার করবে রাজনৈতিক সরকার। আমরা একটি ফুটপ্রিন্ট রেখে যাব, পরবর্তীকালে যে রাজনৈতিক সরকার আসবে, তারা এ ফুটপ্রিন্ট অনুসরণ করে চলমান সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বদিউর রহমান বলেন, "একটি প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীলতার জন্য যে শক্ত ভিত্তি প্রয়োজন তা পিকেএসএফ-এর রয়েছে। এখন সময় এসেছে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করার।"

সভাপতির বক্তব্যে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান প্রতিষ্ঠানটির সকল অংশীজন, উন্নয়ন সহযোগী, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, সহযোগী সংস্থা, এমআরএ এবং মাঠ পর্যায়ের সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া, তিনি পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেন, সম্পূর্ণ দেশজ ধারণার ওপর ভিত্তি করে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পিকেএসএফ-এর কর্মকৌশল ছিল আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অর্থায়ন করা।

পিকেএসএফ দিবস ২০২৪ : স্মৃতিচারণ ও মতবিনিময়

বিগত ১৩ নভেম্বর ২০২৪ 'পিকেএসএফ দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা এবং সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহীবৃন্দ একটি স্মৃতিচারণ ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। এটি সঞ্চালনা করেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

মোঃ ফজলুল কাদের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ বলেন, জ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মের তরুণদের মাঝে মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে নেতৃত্ব প্রদানে তাদের আরো যোগ্য ও উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার পথ সুগম করতে হবে। তরুণ নেতৃত্ব গড়তে সকলের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন বলেন, পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের পরিধিও বেড়েছে। সুদীর্ঘ ৩৪ বছরের পথচলায় সহযোগী সংস্থাসমূহ যেমন পিকেএসএফ হতে শিখেছে, তেমনি পিকেএসএফ-ও সহযোগী সংস্থা হতে শিখেছে।

সমাপনী বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেন, উদ্ভাবনীমূলক চিন্তা ও উৎপাদনশীল কাজের সম্মিলন ঘটিয়ে পিকেএসএফ-এর প্রাতিষ্ঠানিক মানোন্নয়নে সকলের শ্রমঘন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কৌশলের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বহুমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থা এবং সেবা গ্রহীতাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা, সম্ভাবনা ও করণীয় কাজে লাগাতে গভীর মনোনিবেশ করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা, মোঃ মশিয়ার রহমান, মুহম্মদ হাসান খালেদ এবং ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। সহযোগী সংস্থা হতে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. হোসনে-আরা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, TMSS; আব্দুল হামিদ ভূঁইয়া, নির্বাহী পরিচালক, সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিসেস (এসএসএস); আ.ক.ম. সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, BASA Foundation; মোঃ শহিদুল হক, নির্বাহী পরিচালক, সোশ্যাল এসিস্ট্যান্স এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালী ভালনারেবল; এবং মুর্শেদ আলম সরকার, নির্বাহী পরিচালক, POPI।

পিকেএসএফ দিবস উদ্‌যাপনের কার্যক্রম শেষ হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এতে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ আধুনিক গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, ব্যান্ড সংগীত, ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

একিউএম গোলাম মাওলা

মোঃ মশিয়ার রহমান

মুহম্মদ হাসান খালেদ

ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম

ড. হোসনে-আরা বেগম

আব্দুল হামিদ ভূঁইয়া

আ.ক.ম. সিরাজুল ইসলাম

মোঃ শহিদুল হক

মুর্শেদ আলম সরকার

পিপিইপিপি-ইইউ গোলটেবিল বৈঠক

দারিদ্র্য বিলোপের অভীষ্ট অর্জনে নীতি পুনর্মূল্যায়নের আহ্বান

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস উপলক্ষ্যে পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল-ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (পিপিইপিপি-ইইউ) প্রকল্পের শিখন গণমাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে ১৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং দ্যা ডেইলি স্টার-এর যৌথ আয়োজনে একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান সভাপতিত্ব করেন। গোলটেবিলের প্রধান অতিথি হিসেবে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী ড. জায়েদী সাত্তার, বিশেষ অতিথি হিসেবে সোনালী ব্যাংক পিএলসি-এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী এবং সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের হেড অফ কো-অপারেশন মিখাল ক্রেজা বক্তব্য রাখেন।

ড. জায়েদী সাত্তার গত ২৫ বছরে দেশের ২ কোটির বেশি মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-এর "উল্লেখযোগ্য" ভূমিকার প্রশংসা করেন। একই সাথে, পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের অগ্রগতি ও ইতিবাচক প্রভাবে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তবে, দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে শুধু প্রকল্পের গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে দীর্ঘমেয়াদি ও বিস্তৃত পরিসরের কর্মসূচি হিসেবে দেখার তাগিদ দেন তিনি ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, দারিদ্র্যের সাথে অর্থের অভাবের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন কারণ নিবিড়ভাবে জড়িত। জাতীয় পর্যায়ে সামষ্টিক অর্থনীতির নীতিমালা দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সাথে, অর্থপূর্ণ অগ্রগতির জন্য স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি অপরিহার্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেন, পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের সম্ভাব্য ফলাফল এবং সাফল্য এখন অনেকটাই দৃশ্যমান। তবে, ক্ষুদ্র পরিসরের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের কার্যকারিতা সীমিত পর্যায়েই থেকে যায়। সুতরাং, এ ধরনের কার্যক্রমের সর্বোচ্চ সাফল্য নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায় থেকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। দারিদ্র্য বিলোপের লক্ষ্য পূরণে তিনি পিকেএসএফ, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও-সমূহের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

সম্মাননীয় অতিথির বক্তব্যে মিখাল ক্রেজা জানান, দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রমকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের উন্নয়ন নীতির কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলবর্তী এলাকায় এখনও অতিদারিদ্র্য লক্ষ্য করা যায়। পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পে ইইউ-এর অর্থায়নের প্রসঙ্গ টেনে তিনি প্রকল্পের মূল অর্জনগুলো তুলে ধরেন। এ প্রকল্পের শিখন ও অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ সরকার দেশের অন্যান্য জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের উন্নয়নে ব্যবহার করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী দারিদ্র্য বিমোচনে বাজার সংযোগ ও ঋণ প্রবাহের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে বাজার ব্যবস্থার সাথে শক্তিশালী সংযোগ প্রয়োজন। বাজার ব্যবস্থার সাথে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের সংযোগ ঘটানো সম্ভব হলে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া, বাংলাদেশে এখনও বিস্তৃত পরিসরের 'বিগ পুশ' উন্নয়ন কাঠামোর অভাব রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বাংলাদেশে অতিদারিদ্র্য দূরীকরণে পিকেএসএফ-এর ধারাবাহিক কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় দেশের অতিদারিদ্র্যের হার ক্রমহ্রাসমান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, অতিদারিদ্র্য বিলোপে এমন পদক্ষেপ প্রয়োজন, যা ধাপে ধাপে অগ্রগতি ও স্থায়ী সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

ইনোভিশন কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রুবাইয়াত সারওয়ার গোলটেবিল বৈঠকের মূল উপস্থাপনা প্রদান করেন। তিনি পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের ফলাফল প্রকাশের পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র খানার চাহিদামাফিক নমনীয় সেবাদান পদ্ধতি এবং আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটভিত্তিক অনুদান, ক্ষুদ্রঋণ, কারিগরি সহায়তা, জরুরি সহায়তা, পুষ্টি সেবা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেন।

এছাড়া, গোলটেবিল আলোচনায় পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি-এর চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)-এর চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন-সহ বিশ্বব্যাংক, এফসিডিও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ/নীতিনির্ধারকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর ১২তম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হলেন মোঃ ফজলুল কাদের

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মোঃ ফজলুল কাদের। গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ পিকেএসএফ-এর ১২তম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে তাকে তিন বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করে পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

মোঃ ফজলুল কাদের-এর কর্মজীবন

মোঃ ফজলুল কাদের ১ অক্টোবর ১৯৯০ তারিখে ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ হিসেবে পিকেএসএফ-এ তার চাকরিজীবন শুরু করেন। তিনি ৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন।

গত ২২ আগস্ট ২০২৪ তারিখ থেকে তিনি পিকেএসএফ-এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

দীর্ঘ ৩৪ বছরের বর্ণিল কর্মজীবনে মোঃ কাদের পিকেএসএফ-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশজুড়ে দুই শতাধিক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ খাতকে শক্তিশালী করার প্রয়াসে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) আইন, ২০০৬' প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ২০১০ সালে এমআরএ বিধিমালা প্রণয়নে গঠিত তিন সদস্যের কমিটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন।

বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় পরামর্শক হিসেবে তিনি জিম্বাবুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, সৌদি আরব, বাহরাইন, জর্ডান এবং মরক্কোয় কাজ করেছেন।

মোঃ ফজলুল কাদের ১৯৭৯ সালে তৎকালীন মোমেনশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে এসএসসি এবং ১৯৮১ সালে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তিনি ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং ১৯৮৮ সালে আইবিএ হতে এমবিএ সম্পন্ন করেন।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, টেমেনস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

চাকরিকালে মোঃ ফজলুল কাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালায় ক্ষুদ্রঋণের সম্প্রসারণ ও নীতিকাঠামো প্রণয়ন, মাইক্রোইন্স্যুরেন্স, ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং প্যানেলিস্ট হিসেবে বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ প্রদান করেছেন।

এছাড়া, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, আফ্রিকান-এশিয়ান রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনসহ বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।

প্রফেসর ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম ২৩ ও ২৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা সিদীপ-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি সহযোগী সংস্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ যেসব মানদণ্ড অনুসরণ করে, সেসব বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি সমৃদ্ধি কর্মসূচির কৈশোর কার্যক্রমের আওতায় ফুটবল ও দাবা প্রতিযোগিতা এবং পিঠা উৎসব উদ্বোধন করেন।

এ পরিদর্শনে ড. তৌফিকুল ইসলামের সফরসঙ্গী ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক দীপেন কুমার সাহা।

গণমাধ্যম প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা

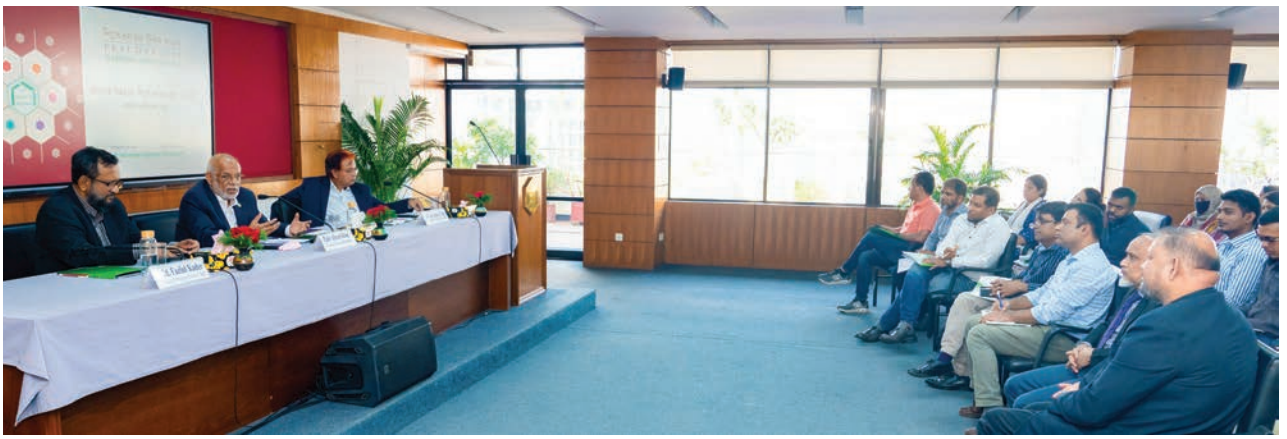

গত ১২ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে গণমাধ্যম প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে 'টেকসই উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। এতে দেশের অনগ্রসর মানুষের টেকসই উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বিষয়ক একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। সভায় পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের মুক্ত আলোচনা পর্বে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

১,৮০৬ শিক্ষার্থীকে ২.১৭ কোটি টাকার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি সহায়ক তহবিলের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১,৮০৬ শিক্ষার্থীকে জনপ্রতি ১২,০০০ টাকা করে মোট ২.১৭ কোটি টাকার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। চলতি অর্থবছরে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা হতে ২,৫৮০ শিক্ষার্থীর আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

পাহাড়ে গোলমরিচ চাষে স্বাবলম্বী প্রীতিলতা ত্রিপুরা

খাবারের স্বাদ বৃদ্ধিতে মশলার বিকল্প নেই। অতি প্রাচীনকাল থেকেই দারুচিনি, কালো মরিচ, ও গোলমরিচের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের পরিচিতি। মসলার ইতিহাস সম্পর্কে ৫৭ বছরের প্রীতিলতা ত্রিপুরার তেমন কোনো ধারণা না থাকলেও, এর গুরুত্ব তিনি সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। আর এ কারণেই গোলমরিচের মতো অপ্রচলিত একটি মসলা চাষের ঝুঁকি নেন তিনি।

একসময় ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ে প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার 'বীরকন্যা' উপাধি পেয়েছিলেন। প্রায় এক শতাব্দী পর বীর চট্টলার মীরসরাই উপজেলার কয়লা গ্রামের ত্রিপুরা পাড়ার আরেক প্রীতিলতা হয়ে উঠলেন অনুকরণীয় এক গোলমরিচ চাষি।

তবে শুরুটা সহজ ছিলো না। কৃষক স্বামী উদাসীন প্রকৃতির। সংসারে টানাটানি লেগেই থাকে। অগত্যা দুই মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে সংসারের হাল ধরতে নিজেই মাঠে নেমে পড়েন। নিজ হাতে ধান, লেবু, আদা, হলুদ চাষ করা শুরু করেন। তবে ভালো সাফল্য আসে গোলমরিচ চাষে।

তার এ সফলতার পেছনে আছে বিভিন্ন জনের পরামর্শ ও সেবা। পাহাড়ি ভূমিতে আদা, হলুদ, লেবুসহ বিভিন্ন ফল চাষ করে কোনোরকমে সংসার চলছিল প্রীতিলতার। কিন্তু সে অর্থে সচ্ছলতার দেখা মিলছিল না। আরও কীভাবে চাষাবাদের উন্নতি করা যায়, তার উপায় খুঁজতেন তিনি। ২০১৮ সালে পিকেএসএফ-এর পেইস প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা অর্গানাইজেশন ফর দ্য পুওর কমিউনিটি অ্যাডভান্সমেন্ট (অপকা) প্রীতিলতাকে গোলমরিচ চাষে সহায়তার প্রস্তাব দেয়। এরপর গোলমরিচ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নেন তিনি। সেবার প্রীতিলতার পাশাপাশি এলাকার পাহাড়ি-বাঙালি মিলিয়ে প্রায় ২৫ জন কৃষক প্রথমবারের মতো গোলমরিচ চাষ করেন।

গোলমরিচ চাষে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণটিও জানান প্রীতিলতা। "আমাকে তারা গোলমরিচ চাষের জন্য বোঝালেন। বললেন, এটাতে ফলন ভালো হয়, লাভও বেশি। প্রথমবারে ১২৫টি খুঁটিতে চারটি করে গোলমরিচের চারা লাগাই। তিন বছর পর ২০২১ সালে তাতে ফলন হয়। সেবার ২৫ কেজি গোলমরিচ বিক্রি করি। গত বছর বিক্রি করেছি ৪০ কেজি।"

এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। এখন নতুন নতুন জায়গায় গোলমরিচ চাষ সম্প্রসারণ করে চলেছেন। গ্রামের গলাচিপা এলাকায় লেবু ও কাঁঠাল বাগানেও তিনি গোলমরিচ চাষ সম্প্রসারণ করেন। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে গোলমরিচ গাছের লতা থেকে কাটিং পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন ও বিক্রি করছেন তিনি। তার সঙ্গে যারা গোলমরিচ চাষ শুরু করেছিলেন, তাদের মধ্যে এখনো প্রীতিলতাই এ মসলা চাষের প্রসার ঘটিয়েছেন।

পরিবেশবান্ধব উপায়ে কৃষিকাজ এগিয়ে নেয়ার জন্য তিনি গোলমরিচ চাষে ব্যবহার করেন জৈব সার ও বালাইনাশক। বিগত কয়েক বছরে গোলমরিচ, গোলমরিচের কাটিং চারা ও সাথী ফসল হিসেবে আদা ও হলুদ বিক্রি করে প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা আয় করেছেন। কয়লা গ্রামের একজন সাহসী আদর্শ কৃষক প্রীতিলতাকে দেখে অনেকেই উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

প্রীতিলতার বড় মেয়ে মিতালি ত্রিপুরার স্নাতক ডিগ্রির পর বিয়ে হয়েছে। মেজ মেয়ে শিউলি ত্রিপুরা বরিশাল নার্সিং কলেজে স্নাতকের শিক্ষার্থী। ছেলে অমিত ত্রিপুরা এসএসসি পাস করে পুলিশে চাকরি করছেন। তার এ সাফল্যের জন্য এ বছর তিনি কৃষিতে সেরা নারী হিসেবে 'সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো কৃষি পুরস্কার ২০২৪' পেয়েছেন।

১.৩৩ লক্ষ তরুণকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে RAISE প্রকল্প

অনানুষ্ঠানিক খাতের তরুণ ও পিছিয়ে পড়া ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশের শহর ও শহরতলি এলাকায় ২০২২ সাল থেকে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটি ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

Psychometric Profiling কার্যক্রমের উদ্বোধন: পিকেএসএফ-এর বৃহত্তর ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে RAISE প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের 'ক্রেডিটওয়ার্দিনেস ও অনট্রেপ্রেনিওরিয়াল ক্যাপাবিলিটি' যাচাইয়ের লক্ষ্যে ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সাইকোমেট্রিক প্রোফাইলিং সংক্রান্ত কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। এতে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন-সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে EcoDev Consultancy Pvt. Ltd-এর প্রধান নির্বাহী ড. সুব্রত রানা একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণ: প্রকল্পের আওতায় চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ করতে অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৪ সময়ে প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রশিক্ষণ পুলের কর্মকর্তাবৃন্দ-সহ মোট ৩৫৮ কর্মকর্তাকে ১৪টি ব্যাচে 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ে ৪ দিনব্যাপী Training of Trainers (ToT) প্রদান করা হয়। মাঠ পর্যায়ে ৪৩ হাজার শিক্ষানবিশ ও ৯০ হাজার তরুণ উদ্যোক্তাকে 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

তরুণ উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান Business Management and Entrepreneurship Development (BMED) প্রশিক্ষণকে আরও কার্যকর করার জন্য পরামর্শক সংস্থা Institute of Professional Training-এর মাধ্যমে ৫৯টি ট্রেডভিত্তিক টেকনিক্যাল মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ মডিউলগুলো আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ৪-৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত ৪টি Validation Workshop অনুষ্ঠিত হয়।

এর ধারাবাহিকতায় ২৬ নভেম্বর ২০২৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত ও অন্যান্য প্রকল্পের কর্মকর্তাদের জন্য দিনব্যাপী Training of Facilitation (ToF) আয়োজন করা হয়। এছাড়া, ২৩-২৫ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে আয়োজিত ফেসিলিটেশন পদ্ধতির ওপর ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণে ৭০টি সহযোগী সংস্থার ২৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত, মাঠ পর্যায়ে ৯০ হাজার তরুণ উদ্যোক্তাকে ৯৬ ঘণ্টার BMED প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় সাধারণ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, জীবন দক্ষতা, ট্রেডভিত্তিক টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ, এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বরেন্দ্র অঞ্চলে খরাসহিষ্ণু ফল ও ফসল উৎপাদনে কাজ করছে পিকেএসএফ

বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলের খরা মোকাবিলায় পিকেএসএফ ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী, নওগাঁ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ১৪টি উপজেলার মোট ১৫,০০০ কৃষকের মাঝে পানি সাশ্রয়ী এবং খরাসহিষ্ণু ফসল চাষাবাদ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার কৃষককে 'খরাসহিষ্ণু ফল ও ফসলের চাষাবাদ' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, খরাসহিষ্ণু ফল ও ফসল চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে ১৫,০০০ কৃষককে পিকেএসএফ-এর বুনিয়াদ কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, ভূ-গর্ভস্থ পানির পুনঃভরণ এবং ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে প্রকল্পের আওতায় পুকুর ও খাল পুনঃখনন এবং Managed Aquifer Recharge (MAR) স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

IRMP প্রকল্পের অগ্রগতিতে JICA-এর সন্তোষ প্রকাশ

পিকেএসএফ-এর IRMP প্রকল্পের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ পিকেএসএফ ভবনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সভায় পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর এক প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। সভায় JICA প্রতিনিধিবৃন্দ IRMP প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। JICA-এর কারিগরি সহায়তায় পিকেএসএফ কর্তৃক পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়নাধীন IRMP প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বৃহৎ পরিসরে সম্প্রসারণের বিষয়ে পিকেএসএফ-এর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান। তিনি নিম্ন আয়ের দরিদ্র মানুষের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসে নানাবিধ আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা চালু রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, এবং Suzuka Sato-Sugawara, Senior Advisor for Governance and Peace Building (JICA Headquarters), Amada Kiyoshi, Special Advisor to the Chief Representative on Industrial Development and Private Partnership (JICA Dhaka Office)-সহ JICA Expert Team-এর সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

JICA প্রতিনিধিবৃন্দ ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা কোস্ট ফাউন্ডেশন-এর কুতুবদিয়া শাখার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরবর্তীকালে, তারা প্রকল্পের ৬ষ্ঠ Learning & Dialogue (L&D) কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

১৭৬টি উপজেলায় কাজ করছে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

গত ১ অক্টোবর ২০২৪ হতে নতুন কাঠামোয় বিন্যাসকৃত সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। পুনর্বিন্যাসকৃত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় কৈশোর কার্যক্রম, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম, উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম, এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দেশের ৬৪ জেলার ১৭৬ উপজেলায় ১০১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পুনর্বিন্যাসকৃত সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। তবে, ১৭৬ উপজেলার বাইরে আরও ৫৫ উপজেলায় কৈশোর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে কৈশোর কার্যক্রমের আওতায় ৮টি কৈশোর মেলা, সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক ৩০টি কর্মকাণ্ড, সফ্‌ট স্কিল ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক ৩৪টি প্রশিক্ষণ, ১০টি ম্যারাথন দৌড়, ৫টি সাইকেল র‍্যালি ও ২৮টি বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। একই সময়ে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আওতায় ৩৮টি এবং ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের আওতায় ১০৩টি ইনডোর ও আউটডোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

আবাসন কর্মসূচির আওতায় ৭৪০.৩৮ কোটি টাকা বিতরণ

দেশের সুবিধাবঞ্চিত লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৯ সাল থেকে পিকেএসএফ নিজস্ব অর্থায়নে 'আবাসন ঋণ' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমানে কর্মসূচিটি ২৪টি সহযোগী সংস্থার ১৯৩টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৪৮ জেলার ৯৫ উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরোনো গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মোট ২৮,৩৩৪ জন সদস্যকে ৭৪০.৩৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

২৩২ কোটি টাকা বিতরণ করেছে SMART প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি এবং সেবা খাতের আওতাধীন প্রায় ৮০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোগে সম্পদ সাশ্রয়ী এবং ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারের লক্ষ্যে বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রকল্পটির মোট বাজেট ৩০ কোটি মার্কিন ডলার, যার মধ্যে বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ যথাক্রমে ২৫ কোটি মার্কিন ডলার এবং ৫ কোটি মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে।

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত ৩৭টি উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৭টি উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৭টি উপ-প্রকল্পের অনুকূলে সহযোগী সংস্থাসমূহে ২৩১.৯৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বিগত ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে একটি দিনব্যাপী কর্মশালার মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্যায়ে উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা আহ্বান করা হয়।

Implementation Support Mission: SMART প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য ০৮-১০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক তৃতীয় Implementation Support Mission পরিচালনা করা হয়েছে। মিশনে প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট-ভিত্তিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে মিশনের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাংকের পক্ষ হতে SMART প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার Eun Joo Allison Yi-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মিশনটি পরিচালনা করে। এ সময় প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক রয়েছে বলে মিশনের পক্ষ হতে মতামত প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ: উপ-প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের প্রকল্পের মৌলিক বিষয়সমূহের ওপর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১৩১ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গত ৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ১৬টি উপ-প্রকল্পের ১৮ জন কর্মকর্তাকে 'পরিবেশ বিপদাপন্নতা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পর্যায়ক্রমে সকল উপ-প্রকল্পের কর্মকর্তাদের এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

কর্মশালা: SMART প্রকল্পের বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের অংশীজন এবং উপ-প্রকল্পের আওতাধীন সাব-সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নিয়ে ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে যশোর জেলায় সহযোগী সংস্থা রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন-এর মিলনায়তনে Workshop with Regional Stakeholders' শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন: গত ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের রংপুর বিভাগে SMART প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সহযোগী সংস্থা ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন SMART প্রকল্পের পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান বলেন, এসব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে এবং দেশের অর্থনীতি বেগবান হবে।

কৃষি পর্যটন সম্প্রসারণে কাজ করছে কৃষি ইউনিট

গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিটের মাধ্যমে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি কার্যক্রম হলো কৃষি পর্যটন। সহযোগী সংস্থা এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো)-এর মাধ্যমে নান্দাইল দিঘীকে কেন্দ্র করে নতুন এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলাধীন পুনট ইউনিয়নে ঐতিহাসিক নান্দাইল দিঘী অবস্থিত। দিঘীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১ কি.মি. এবং এর আয়তন প্রায় ৫৯ একর।

এ দিঘীর পাশে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় প্রাথমিকভাবে 'রেডি-টু-ইট' প্রদর্শনী বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফিশ সমুচা, ফিশ পুরি এবং ফিশ বল তৈরি করে বিপণন শুরু করা হয়। এ দিঘীকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে পেকিন হাঁসের মাংস এবং চালের রুটি বিক্রয় প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়।

পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিটের এ সকল পর্যটনবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে এ এলাকায় পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কর্মএলাকার সাধারণ মানুষ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সাথে সম্পৃক্ত সদস্যগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে কৃষি পর্যটন।

প্রশিক্ষণ

অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত 'Addressing Challenges of Resilient and Sustainable Housing in Rural Bangladesh' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করে পিকেএসএফ।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: সহযোগী সংস্থার প্রশিক্ষণ চাহিদা বিবেচনায় পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ শাখা বর্তমানে ১১টি কোর্সে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ প্রান্তিকে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় পিকেএসএফ ভবনে ১০টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের ২২৪ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে পিকেএসএফ-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের মোট ১১ জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে দেশের অভ্যন্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জনবল শাখার আয়োজনে ১১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ৭টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে পিকেএসএফ-এর ৬৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। এ সময়ে অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, জার্মানি, কম্বোডিয়া, আজারবাইজান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

গ্রামীণ মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ওয়াশ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ

নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার লায়লা বেগমের বয়স ২৭। স্বামী মোঃ জয়নুল ইসলাম একজন নির্মাণ শ্রমিক। সর্বসাকুল্যে গড়ে মাসে আয় করেন ১৩,০০০ টাকা। তার ওপর পেশাগত কারণে অধিকাংশ সময়ই তিনি বাড়ির বাইরে থাকেন। শৈলমারী ইউনিয়নের গোপালঝাড় গ্রামের গৃহিণী লায়লা বেগম তিন সন্তান নিয়ে একাই বাড়িতে থাকেন। স্বামীর উপার্জন কম হওয়ায় সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'শার্প' থেকে ঋণ নিয়ে নিজেও বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সন্তানদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের বাড়তি পড়ালেখার খরচের পাশাপাশি নিরাপত্তার চিন্তাও বাড়ছিল। বিশেষ করে মেয়ের সুরক্ষা নিয়ে লায়লা আক্তার অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। স্বামী বাড়িতে না থাকায় রাতের বেলা বাড়ির আঙ্গিনার বাইরের টয়লেটে যাওয়া লায়লা বেগম ও তার সন্তানদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের সাথে প্রতিনিয়ত লড়তে থাকা এ নারীর পক্ষে স্বামীর আর নিজের স্বল্প আয়ে বাড়ির ভেতরে টয়লেট নির্মাণ করাও সম্ভব হচ্ছিল না।

সেই সময় পিকেএসএফ-এর BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের আওতায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করে লায়লা বেগম বাড়ির ভেতরে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক একটি টয়লেট নির্মাণ এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করেন। এছাড়া, টয়লেট, গোসলখানা এবং হাত ধোয়ার জায়গায় চলমান পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সহযোগী সংস্থা 'শার্প'-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের সহায়তায় নিরাপদ ব্যবস্থাপনার উন্নত ওয়াশ সুবিধা পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি। তার অনুভূতি জানতে চাইলে লায়লা বেগম হাসিমুখে বলেন, "আমি এবং আমার পরিবারের সদস্যরা এ সুবিধা পেয়ে খুব খুশি। আমরা এখন নিরাপদ বোধ করি। সমস্ত গ্রামীণ নারীদের এ ধরনের উন্নত ওয়াশ সুবিধা স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।"

‘জনসেবার প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসিনি’

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম
নির্বাহী পরিচালক
টিএমএসএস

টিএমএসএস ১৯৯১ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বাংলাদেশের মানুষের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম টিএমএসএস প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনসহ বিগত প্রায় ৩৪ বছর যাবৎ প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার নেতৃত্বে টিএমএসএস আজ দেশের অন্যতম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম-এর নেতৃত্ব বাংলাদেশের তরুণ উন্নয়ন কর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক। তার সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন শেখ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ।

পিকেএসএফ: আপনি টিএমএসএস-এর সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত হলেন?

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম: ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে আমি টিএমএসএস-এর সাথে সম্পৃক্ত হই। বগুড়া সদরের নিকটবর্তী ঠেঙ্গামারা গ্রামের কিছু দরিদ্র নারী মুষ্টির চাল তুলে নিজেরাই কিছু করার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারেনি। আমি যেহেতু ছোটোবেলা থেকেই গ্রামের বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজনে সহায়তা করতাম, সেহেতু সেই সময়ের দরিদ্র অসংগঠিত নারীদের ভালো উদ্যোগকে আমি বিস্তৃত পরিসরে টিএমএসএস-এর মাধ্যমে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি।

পিকেএসএফ: দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে টিএমএসএস মাঠ পর্যায়ে কী কী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে?

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম: আমরা টিএমএসএস থেকে প্রথমেই প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাকে এবং তারপর শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছি। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের জন্য একটি সমন্বিত মডেল করেছি আমরা, যার নাম দেয়া হয়েছে Health, Education & Microfinance, সংক্ষেপে HEM Model। পিকেএসএফ-এর সহায়তায় দেশব্যাপী ৯৬৫টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, কৃষি, জলবায়ু, তথ্য প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, মানবাধিকার, ট্যুরিজমসহ কিছু সামাজিক ব্যবসা এবং প্রবীণ নিবাস ও এতিমখানার মতো কিছু মানবিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে টিএমএসএস।

পিকেএসএফ: মাঠ পর্যায়ে টিএমএসএস-এর বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কী ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকেন আপনারা এবং তা অতিক্রম করেন কীভাবে?

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম: মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রথমত সামাজিক সংস্কার, ধর্মান্ধতা, নারীর অনগ্রসরতা, পর্দা প্রথার কড়াকড়ি প্রভৃতি চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে মোকাবিলা করতে হয়েছে।

ধীরে ধীরে আমরা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করেছি, তাদের সহায়তা চেয়েছি, তাদের নিকট বারবার গিয়েছি, নিজেরা নত হয়েছি। পরিবারের কন্যাশিশুদের পড়ালেখা নিশ্চিত করার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছি। নারীদেরকে আয়ের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করে এগিয়ে এসেছি।

পিকেএসএফ: আপনি প্রায় ৩৪ বছর পূর্বে টিএমএসএস-এ কাজ শুরু করেন। এ ধরনের একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার বিষয়ে আপনার অনুপ্রেরণা কী ছিল?

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম: ১৯৭৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখটা আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। কিছু অস্বাভাবিক শারীরিক পরিবর্তনজনিত কারণে সেদিন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক জটিল অস্ত্রোপচার হয় আমার। আমি তখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। দীর্ঘ ৬/৭ মাসের চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া পাই, তখন আমি পুরুষ থেকে রূপান্তরিত এক পরিপূর্ণ নারী। ‘আব্দুস সামাদ’ হতে আমার নাম বদলে ‘হোসনে-আরা’ রাখা হয়। কঠিন এ চিকিৎসা চলাকালীন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে অস্ত্রোপচার কক্ষে যেতে যেতে শপথ করেছিলাম যে যদি বেঁচে থাকি, তাহলে আমার সারাজীবন সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নে উৎসর্গ করবো। জনসেবার সেই প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসিনি, এটাই আমার প্রেরণা।

পিকেএসএফ: টিএমএসএস ১৯৯১ সাল থেকে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। টিএমএসএস-এর সাফল্যে পিকেএসএফ-এর অবদান সম্পর্কে কিছু বলুন।

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম: পিকেএসএফ-এর প্রতি টিএমএসএস ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য পিকেএসএফ হেন কাজ নাই যা করে নাই।

আমরা যখন মাঠ পর্যায়ে বিভিন্নভাবে বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলাম, তখন পিকেএসএফ বিভিন্ন জেলার ডিসি, ইউএনও-দের চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ জানিয়েছে আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য। এছাড়া, মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে নানা ধরনের আর্থিক এবং অ-আর্থিক সহযোগিতা তো আছেই।

পিকেএসএফ: শুধু মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম নয়, সংস্থার মজবুত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও টিএমএসএস-এর সাফল্য উল্লেখযোগ্য। এসব ক্ষেত্রে উন্নতি অর্জনে পিকেএসএফ থেকে কী ধরনের সহযোগিতা পেয়েছেন?

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম: পিকেএসএফ আমাদেরকে হাতে-কলমে কাজ শিখিয়েছে। দেশ-বিদেশে কর্মী প্রশিক্ষণ, On-Job Training, বিভিন্ন ডকুমেন্ট তৈরি ও সংরক্ষণ, হিসাব ব্যবস্থাপনা এমনকি পিকেএসএফ-এর প্রায় সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ আমাদের বগুড়াস্থ অফিসে গিয়ে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য Action Plan তৈরিসহ বিভিন্ন কাজে সহায়তা দিয়েছেন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ও অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন-এর প্রতি।

পিকেএসএফ: বিভিন্ন এনজিও বা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) হতে

বিতরণকৃত ঋণের সুদ বা সার্ভিস চার্জের হার বেশি, এ ধরনের একটি সমালোচনা প্রচলিত রয়েছে। এ বিষয়ে আপনার মত কী?

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম: আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত নই। বিতরণকৃত ঋণের সার্ভিস চার্জ বা সুদের হার মূলত নির্ভর করে তহবিল সংগ্রহের ব্যয় এবং ব্যবস্থাপনাগত ব্যয়ের ওপর। ক্ষুদ্রঋণের আদায়যোগ্য কিস্তি আমাদের কর্মীবৃন্দ ঋণগ্রহীতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আদায় করেন। সদস্যদের নিজেদের টাকা এবং সময় ব্যয় করে অফিসে এসে কিস্তি ফেরৎ দিতে হয়না। এর ফলে, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এনজিও হতে বিতরণকৃত ঋণের ব্যবস্থাপনাগত ব্যয় অনেকটা বেশি। এছাড়া, সদস্যদের প্রশিক্ষণ, সুরক্ষা, পরামর্শ-সহ নানা ধরনের সেবা প্রদান করতে হয়। এসব সেবার বিপরীতে প্রযোজ্য ব্যয়ের ভিত্তিতেই সার্ভিস চার্জ নির্ধারিত হয়। এ বিষয়ে মূলত সঠিক ও সম্যক ধারণা না থাকায় কেউ কেউ এমন সমালোচনা করে থাকতে পারেন। এছাড়া, ক্ষুদ্রঋণের সার্ভিস চার্জের হার তো অপরিবর্তনশীল নয়।

পিকেএসএফ: আপনি তো দীর্ঘদিন মাঠ পর্যায়ের মানুষের সাথে কাজ করছেন, কোনো বিশেষ স্মৃতি বা ঘটনা কি মনে পড়ে, যা আপনাকে আলোড়িত করেছে?

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম: আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে অনেক নারীকে তাদের স্বামীরা অবহেলা করতো, কখনো কখনো মারধরও করতো। টিএমএসএস হতে ঋণ ও বিভিন্ন প্রকার সহায়তা নিয়ে যখন সেসব নারীরা আয় করা শুরু করলেন, তখন স্বামীদের অবস্থান পাল্টাতে থাকে। ক্রমশ নারীদের মুখ হাস্যোজ্জ্বল হতে থাকে। এদের হাসিতে আমার প্রাণ জুড়িয়ে যেতো এবং এখনও যায়। নারীদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখা আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে।

পিকেএসএফ: টিএমএসএস-এ বিগত ৩৪ বছরের কর্ম জীবনে আপনার কি কোনো অপূর্ণতা আছে? এমন কিছু কি আছে যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি? বা যেভাবে চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবে হয়নি?

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম: আমাদের সংস্থায় আমার অন্যতম প্রধান একটি ইচ্ছে ছিল সম্পূর্ণ বিশ্বাস-ভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবো। কোনো হাজিরা খাতা থাকবে না, সময়ের বাধ্যবাধকতা থাকবে না, সবার স্বাধীনতা থাকবে, যার যার মতো কাজ করবে। আমি চেয়েছিলাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যবোধ, মানবাধিকার, সমতা, ন্যায্যতা ও সততা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি মনে করি এর পঞ্চাশ ভাগই এখনো অর্জন করতে পারিনি। এটাই আমার অসম্পূর্ণতা।

পিকেএসএফ: আপনার প্রতিষ্ঠানসহ বাংলাদেশের এনজিও খাতে কর্মরত উন্নয়নকর্মীদের জন্য আপনার কোনো পরামর্শ আছে?

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম: এনজিও কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণে দরিদ্রবান্ধব ও সেবামূলক মনোভাবের প্রাধান্য থাকা প্রয়োজন। তাহলে মানুষের মাঝে এনজিও কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে।

পিকেএসএফ: সবশেষে একটা ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে চাই। মানুষ হিসেবে আপনি এক জীবনে পুরুষের দৃষ্টিতে নারীকে দেখেছেন; নারীর দৃষ্টিতে পুরুষকে দেখেছেন। এ দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনো তুলনা কি আপনি অনুভব করেন?

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম: অবশ্যই অনুভব করি। বঞ্চনার শিকার নারীদের হৃদয়ের প্রশস্ততা ও সাহস পুরুষের তুলনায় কম হলেও তারা কষ্টসহিষ্ণু এবং সংসারের ভিত্তিমূল হিসেবে ভূমিকা রাখে। আবার অন্যদিকে পুরুষ বহির্সমাজে অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করেও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে পরিবারের উপার্জন বৃদ্ধির, সকলের চাহিদা পূরণে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

পিকেএসএফ: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম: আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।

হাওর অঞ্চলে বন্যা থেকে বাড়িঘরের ভাঙ্গন রোধে কাজ করছে পিকেএসএফ

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার হাটিসমূহ প্রতিবছরই আকস্মিক বন্যায় আক্রান্ত হয়। বন্যায় সৃষ্ট ঢেউয়ে হাটিসমূহের বাড়িঘর ভেঙ্গে যায়। ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয় এ জনপদের মানুষ। হাওরবাসীর এ বিপদাপন্নতা বিবেচনা করে মার্চ ২০২৩ হতে জার্মান সরকারের IKI Small Grants Programme-এর আওতায় সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ ও দিরাই উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের নির্বাচিত হাটিতে দুই বছর মেয়াদি 'Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in the Haor Region of Bangladesh' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে হাটি সুরক্ষা ব্যবস্থা, স্থানীয় জাতের বৃক্ষরোপণ, কমিউনিটি কমন স্পেস উঁচুকরণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে হাটিসমূহকে রক্ষা ও হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়ন।

জার্মান দূতাবাস এবং giz-এর একটি প্রতিনিধিদল ৩-৪ ডিসেম্বর ২০২৪ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। প্রতিনিধিবৃন্দ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন নির্মাণ কাজের গুণগতমান এবং অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া, ৩-৫ ডিসেম্বর ২০২৪ প্রকল্পের কর্মএলাকায় উপকারভোগী পর্যায়ে 'অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, গাছের পরিচর্যা, গবাদিপ্রাণী পালন এবং কৃষি বিষয়ক' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

জার্মান সরকারের উন্নয়ন সংস্থা giz-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের মোট বাজেট ১১.৮৮ কোটি টাকা, যা জার্মান সরকার giz-এর মাধ্যমে অনুদান হিসাবে অর্থায়ন করছে।

জয়পুরহাটে কোকোপিটে চারা উৎপাদনে বৃদ্ধি পেয়েছে কৃষকের আয়

কোকোপিটে উৎপাদিত চারা ব্যবহার করে নিরাপদ ও কীটনাশকমুক্ত সবজি চাষে ঝুঁকছেন জয়পুরহাটের কৃষক। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশবান্ধব এ চাষাবাদে ফলন যেমন বেড়েছে, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে কৃষকের আয়।

নারকেলের ছোবড়ার গুঁড়া ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত প্রাকৃতিক উপাদান কোকোপিটে চারা উৎপাদন করা হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব এ পদ্ধতিতে মাটি ছাড়াই চারা উৎপাদন করা যায়, যা মাটির তুলনায় বেশি পানি ধরে রাখে এবং চারা দ্রুত বাড়তে সাহায্য করে। এভাবেই কোকোপিটের চারার গুণাগুণ বর্ণনা করেন জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের মোঃ রিপন মিয়া। এ মৌসুমে চার বিঘা জমিতে সবজির আবাদ করেছেন তিনি।

রিপন জানান যে, দু'বছর আগেও বগুড়া থেকে চারা এনে চাষাবাদ করতে হতো। এখন জয়পুরহাটেই কোকোপিটে চারা হচ্ছে। এটি সময় আর চাহিদার সাথে বদলে যাওয়া একটি কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি। কোকোপিটে উৎপাদিত চারায় কীটনাশক ও সার কম লাগে, কিন্তু সবজির আকার, গুণমান এবং সতেজতায় কোনো ঘাটতি হয় না। এ কারণে বাজারেও এসব সবজির চাহিদা বেশি। মাটিতে উৎপাদিত বেগুনের চারা হতে বেগুন বাজারজাতকরণে মোট ৭০ দিন সময় লাগতো, কিন্তু কোকোপিটে উৎপাদিত চারায় ৫২ দিনেই বেগুন বাজারজাত করা হচ্ছে।

পিকেএসএফ রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)-এর আওতায় জয়পুরহাটে জাকস ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে 'পরিবেশবান্ধব নিরাপদ সবজি চাষ ও বাজার সম্প্রসারণ' শীর্ষক ভ্যালু-চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে জয়পুরহাটের প্রায় সাড়ে ১১ হাজার কৃষক এ উপ-প্রকল্পের আওতায় কোকোপিটে উৎপাদিত চারা দিয়ে নিরাপদ উপায়ে সবজি উৎপাদন করছেন। তাদের সাফল্যে অন্যরাও উৎসাহিত হচ্ছেন।

RHL প্রকল্পের জলবায়ু-সহনশীল ঘর নির্মাণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় পিকেএসএফ Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা উপকূলীয় মানুষের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় উন্নত ও টেকসই বিকল্প জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দরিদ্র ও অতিদরিদ্র প্রায় ৩.৫০ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে। প্রকল্পের মোট বাজেট ৪.৯৯ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ৪.২২ কোটি মার্কিন ডলার প্রকল্প সহায়তা (অনুদান) হিসেবে প্রদান করছে জিসিএফ এবং অবশিষ্ট ৭৭.৮ লক্ষ মার্কিন ডলারের সমপরিমান অর্থ কো-ফাইন্যান্স (ঋণ) ও ইন-কাইন্ড কন্ট্রিবিউশন হিসেবে প্রদান করছে পিকেএসএফ।

প্রকল্পটি ইতোমধ্যে কর্মএলাকায় সদস্য নির্বাচনের প্রথম ধাপ হিসেবে ৩,২০০ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (PRA) করে ৮২ হাজার সম্ভাব্য উপকারভোগী খানা নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করেছে। এছাড়া, সম্ভাব্য উপকারভোগীদের নিয়ে ৫ হাজারের বেশি সিসিএজি গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১০ হাজারের অধিক উপকারভোগীকে জলবায়ু সহিষ্ণু সবজি চাষ, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল ও ভেড়া পালন এবং কাঁকড়া চাষের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, এবং উপকারভোগীদের বসতভিটায় প্রায় ৬০ হাজার গাছ রোপণ, ৩,৩০০ উঠানে সবজি চাষ এবং ছাগল পালনের জন্য প্রায় ১ হাজার মাচা নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সাথে ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে জলবায়ু-সহনশীল ঘর-বাড়ি নির্মাণ বিষয়ক একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ। পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান, RHL প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ১৬টি প্রকল্প বাস্তায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিলো ৬৫,৬০১ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৫৩,৫৯৬ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ১২,০০৫ কোটি টাকা। সহযোগী সংস্থা হতে সদস্য পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিলো ৭,৯৪,০৭৭ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৭,২১,৫৭১ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ৭২,৫০৬ কোটি টাকা। পিকেএসএফ থেকে সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৬৯% এবং সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.১২%। সহযোগী সংস্থার নিকট সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি ২৯,১৪৯.৯০ কোটি টাকা।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতি: অক্টোবর ২০২৪ মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ১২,০০৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রম-এর আওতায় ঋণস্থিতি ৮,৬৭৯ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৭২.৩০% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কার্যক্রম-এর আওতায় ঋণস্থিতি ৩,৩২৬ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ২৭.৭০%।

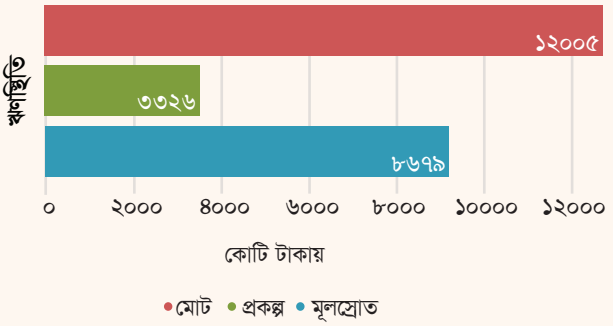

সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার ঋণস্থিতি: অক্টোবর ২০২৪ মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ৭২,৫০৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রম-এর আওতায় ঋণস্থিতি ৬৩,৬০৮ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৮৭.৭৩% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কর্মসূচি-এর আওতায় ঋণস্থিতি ৮,৮৯৮ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ১২.২৭%।

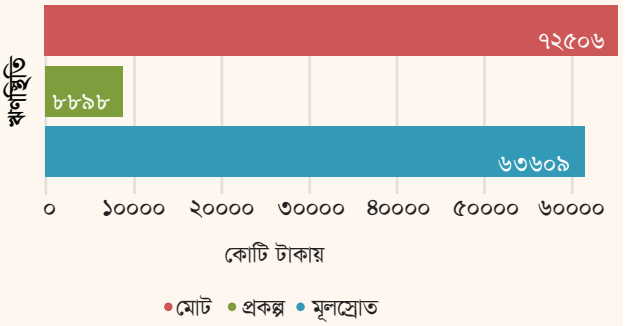

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর খাতওয়ারী ঋণস্থিতি

অক্টোবর ২০২৪ মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ছিলো ১২,০০৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাগরণ খাতে ছিলো ৩,৩১৫ কোটি টাকা, অগ্রসর খাতে ৫,৫৬৬ কোটি টাকা, সুফলন খাতে ৬০২ কোটি টাকা, বুনিয়াদ খাতে ৫৭৪ কোটি টাকা, আবাসন খাতে ৪০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতে ১,৫৪৮ কোটি টাকা।

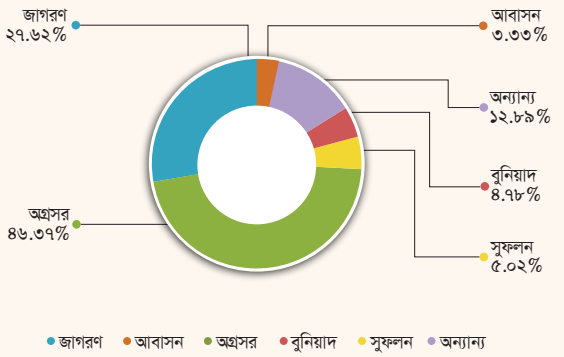

সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার খাতওয়ারী ঋণস্থিতি

অক্টোবর ২০২৪ মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ৭২,৫০৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাগরণ খাতে ছিলো ২৪,৮০৪ কোটি টাকা, অগ্রসর খাতে ৩৩,৭২৭ কোটি টাকা, সুফলন খাতে ৪,৬১৫ কোটি টাকা, বুনিয়াদ খাতে ৭৬৯ কোটি টাকা, আবাসন খাতে ৩৯০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৮,২০২ কোটি টাকা।

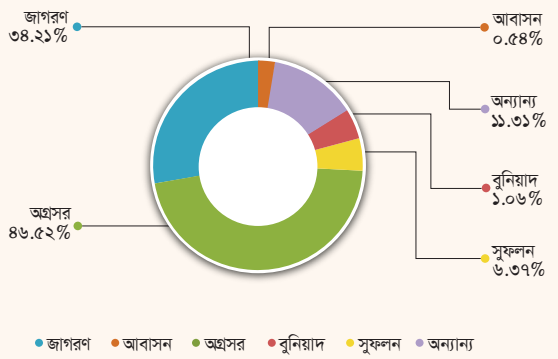

সহযোগী সংস্থার সদস্য ও ঋণগ্রহীতা: অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থার সর্বমোট সদস্য ২.০৪ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.৮৮ কোটি, যা মোট সদস্যের ৯২.১৬%। একই সময়ে, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১.৫৪ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.৪৩ কোটি, যা মোট ঋণগ্রহীতার ৯২.৮৬%।

ঋণ আদায় হার: পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের হার যথাক্রমে ৯৯.৬৯% এবং ৯৯.১২%।

অ-আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য: পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি অ-আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছে, যা পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল ও বিভিন্ন প্রকল্প হতে সংস্থান করা হয়। অ-আর্থিক পরিষেবাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, প্রশিক্ষণ, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, শিক্ষাবৃত্তি, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন কার্যক্রম, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বন্যা ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু ফসল চাষে সহায়তা, বসতভিটা উঁচুকরণ, লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৈশোর কর্মসূচির আওতায় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড, সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত অ-আর্থিক পরিষেবার আওতায় সর্বমোট ৪৭৬.৬৫ কোটি টাকা অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো কৃষি পুরস্কার-২০২৪
পুরস্কৃত হলেন পিকেএসএফ-এর সহায়তাপ্রাপ্ত ৫ উদ্যোক্তা

কৃষক, উদ্যোক্তা ও কৃষিবিজ্ঞানীদের সম্মাননা দিতে রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় 'সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো কৃষি পুরস্কার-২০২৪'। এ পুরস্কারের জন্য অনলাইন ও অফলাইনে ১,০৬৪টি আবেদন জমা পড়ে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এম এ সাত্তার মণ্ডলের নেতৃত্বাধীন বিচারকমণ্ডলী যাচাই-বাছাই করে বিজয়ীদের নির্বাচিত করেন। আজীবন সম্মাননাসহ মোট ৬টি বিভাগে ৮ জনকে পুরস্কৃত করা হয়, যাদের ৫ জনই পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি প্রকল্পের সহায়তাপুষ্ট।

এদের মধ্যে রয়েছেন ঠাকুরগাঁওয়ের তরুণ উদ্যোক্তা মোঃ গোলাম সারোয়ার। তিনি ভুট্টাগাছ থেকে গোখাদ্য সাইলেজ উৎপাদন ও বিপণনের জন্য সেরা কৃষি উদ্যোক্তা বিভাগে পুরস্কার পান।

কৃষিতে সেরা নারীর পুরস্কারপ্রাপ্ত দু'জনই পিকেএসএফ-এর উদ্যোক্তা। তাদের একজন খাগড়াছড়ির কয়লা গ্রামের প্রীতিলতা ত্রিপুরা। তিনি গোলমরিচ চাষ করে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন। একই সাথে অনেককে গোলমরিচ চাষে উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি। অন্যজন বগুড়ার মাসুমা আক্তার। তিনি গরুর মাংসের আচার তৈরি করে বিশ্বের ১৭টি দেশে রপ্তানি করছেন।

সেরা কৃষি ব্র্যান্ডের পুরস্কার পেয়েছেন পিকেএসএফ-এর উদ্যোক্তা মোঃ শহিদুল ইসলাম। নাটোরের লালপুরের ঔষধি গ্রামখ্যাত কাঁঠালবাড়িয়ার এ উদ্যোক্তা তার 'রোজেলা চা'-এর ব্র্যান্ডিং-এর জন্য এ পুরস্কার পেয়েছেন।

এছাড়া, অনুষ্ঠানে সেরা কৃষি উদ্ভাবন বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি'র নির্বাহী পরিচালক কাজী আশরাফুল হক। তিনি গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সেই বর্জ্য থেকে সবুজ সার উৎপাদনের জন্য এ পুরস্কার পান।

নির্বাচিত কৃষক, উদ্যোক্তা ও কৃষিবিজ্ঞানীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান। উদ্যোক্তাদের সম্মাননা স্মারক তুলে দেন 'প্রথম আলো' সম্পাদক মতিউর রহমান ও সিটি গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক জাফর উদ্দিন সিদ্দিকী।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরএমটিপি'র মৎস্যপণ্যের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ১৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে বিভিন্ন ধরনের মৎস্যজাত পণ্যের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের চত্বরে ফিশারিজ টেকনোলজি বিভাগের আয়োজনে এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বাকৃবি মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার ও পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম এ প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনীটি আয়োজিত হয়। এতে সাবির অ্যাগ্রো, সওদা-ই বাজার এবং আবিদ অ্যাগ্রো অংশগ্রহণ করে। প্রদর্শনীতে পাঙাশ ও তেলাপিয়া মাছের কাটলেট, ফিস স্ট্রিপ, ফিস বল, ফিস পাউডার, পাঙাশের সস, ফ্রোজেন ফিস, এবং কাঁচকি, টাকি, মলা-সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত মাছ প্রদর্শন করা হয়।

বুকপোস্ট

উপদেশক : মোঃ ফজলুল কাদের
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদনা পর্ষদ : মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন শেখ
সুহাস শংকর চৌধুরী
মাসুম আল জাকী, সাবরীনা সুলতানা